বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

অন্যায় ও জবরদস্তির বিরুদ্ধে যুক্তি ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

হল থেকে জবরদস্তিমূলকভাবে বের করে দেয়ার প্রতিবাদে ইভার আমরণ অনশন

নীতিহীন ছাত্র রাজনীতি নিয়ে হতাশার অন্ধকারে এক আশার আলোর ঝলক দেখা গেল বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র লীগের জবরদস্তি, হলের সিট থেকে নামিয়ে দেয়ার ভয় দেখানো, তাদের দলীয় মিছিলে যোগ দিতে বাধ্য করাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ করে প্রথমবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা থাকে ভীতসন্ত্রস্ত। অসহায় হয়ে তারা এসব মেনে নিতে বাধ্য হয়। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর মনের বেদনা ও ক্ষোভ প্রতিবাদ হিসেবে প্রকাশিত না হওয়ায় জোর জবরদস্তিই নিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ছাত্র রাজনীতিতে যুক্তিবাদী ধারা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু কোন অন্যায় দীর্ঘদিন চললেই তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে তা নয়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে উঠবেই। কখনও কখনও এই অন্যায়ের প্রতিবাদ একা দাঁড়িয়ে করতে হয়। তখন প্রতিবাদকারী আর একা থাকে না, বহু মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কর্মী প্রথম বর্ষের ছাত্রী আফসানা আহমেদ ইভা তেমনই এক দৃষ্টান্ত তৈরি করলো। ৮ জানুয়ারি '১৮ রাত্রিবেলায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হল শাখার নেতারা ইভাকে ডেকে নেয়, তার অপরাধ ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মিছিলে সে অংশগ্রহণ করেনি।

৪ জানুয়ারি ছিল ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। হুমকি-ধামকি দিয়ে তারা ছাত্রীদের মিছিলে যেতে বাধ্য করে। যারা মিছিলে যেতে চায়নি এরকম বেশ কিছু ছাত্রী ভয়ে ক্লাস শেষে সেদিন হলেই ফিরেনি। আর যারা হলে ছিল তাদের সবাইকে ধমক দিয়ে বের করে দেয়া হয়। ইভা জানিয়ে দেয়–'আপু দেখেন, আমি তো ছাত্র ফ্রন্ট করি। আমি এ মিছিলে যাব না।' এর পরও ইভাকে তারা অব্যাহতভাবে হুমকি ধামকি দিতে থাকে। ইভা পরের দিন বেগম রোকেয়া হলের প্রভোস্টকে পুরো বিষয়টা জানায়। কিন্তু প্রভোস্টের কাছে ইভা কোন নিরাপত্তা পেল না বরং তিনি কথা বললেন ছাত্রলীগের মতোই। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ইভাকে হল থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য আল্টিমেটাম দেয়া হয়।

৮ জানুয়ারি রাত সাড়ে দশটার দিকে ইভাকে ডেকে নিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা রোকেয়া হল ছেড়ে হেলথ কেয়ার সেন্টারের (যেখানে হলে সিট সংকুলান না হওয়ায় কিছু ছাত্রীকে রাখা হয়েছিল) তিন তলায় যাওয়ার জন্য জোর করে। সে যেতে অস্বীকার করে। তখন ছাত্রলীগের কর্মীরা ইভার জিনিসপত্র হলের কর্মচারীদের দিয়ে জোর করে তুলে নিয়ে ইভাকে বের করে দেয়। খবর পেয়ে বাকৃবি শাখা ছাত্র ফ্রন্টের সম্পাদক ইশরাত জাহান শাপলা এবং অর্থ সম্পাদক এসে উপস্থিত হয়। হল গেট বন্ধ করে দেয়ায় তারা হলের সামনেই অবস্থান নেয়।

এই অন্যায় ও জবরদস্তির প্রতিবাদে ইভা পরের দিন সকালে আমরণ অনশনে বসে। সাংবাদিকসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের সমর্থন ও সহযোগিতার ফলে বিকেল চারটার দিকে ইভা তার হলের সিট ফিরে পায়।

ইভার প্রতিবাদ আবাসিক হলগুলোর একটি দিক উন্মোচিত করেছে। এ সমস্যার সমাধান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নির্মাণ করতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা দরকার–

হলের সিট বণ্টনের নীতি মেনে চলতে হবে। মুক্তবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা বাধাগ্রস্ত করা চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস দখলদারিত্ব বন্ধ করতে হবে। একাডেমিক শিক্ষার বাইরে শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়মিত করতে হবে।